ত্রৈমাসিক
আমিক বার্তা
ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের তামাক, মাদক, এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধ ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম আমিক-এর মুখপত্র

পরিবার ও সমাজের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী মাদকাসক্ত ব্যক্তির চিকিৎসা ও পুনর্বাসনকে ব্যাহত করছে

মাদকাসক্তি প্রতিরোধ ও চিকিৎসাযোগ্য একটি বিষয়। পারিবারিক ও সামাজিক নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী মাদকাসক্ত ব্যক্তির চিকিৎসা ও পুনর্বাসনকে ব্যাহত করছে প্রথম জাতীয় রিকভারী সম্মেলনের প্রধান অতিথির বক্তব্যে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল এম পি এ কথা ব্যক্ত করেন।

২৫ জুন আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় মিলনায়তনে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস উপলক্ষে এফএইচআই ৩৬০ এর সহযোগিতায় আয়োজিত সরকারি ও বেসরকারি চিকিৎসা কেন্দ্র থেকে মাদকমুক্ত হওয়া ব্যক্তিদের নিয়ে দিনব্যাপী '১ম জাতীয় রিকভারী সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়।

সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব সি কিউ কে মুসতাক আহমদ। এছাড়া সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক মোঃ আমীর হোসেন ও ইউএসএইড এর হেলথ সিস্টেম স্ট্রেংদেনিং কার্যক্রমের টিম লিডার মি.এলাইসন পি.বেয়ার। সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোহাম্মদ আতোয়ার রহমান।

সম্মেলনে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, ফেরা, ক্রিয়া, বাংলাদেশ ইয়ুথ ফার্স্ট কনর্সান্স, বারাকা, আমার হোম, প্রশান্তি, রিকভারী ফাউন্ডেশন, জন্ম, গ্রীণ লাইফ, ব্রেন এন্ড লাইফ, নিউ তরী, হলি কেয়ারসহ ১৮ টি প্রতিষ্ঠানের ৪৫০ মাদকমুক্ত ব্যক্তি (রিকভারী) অংশগ্রহণ করে।

মাদকাসক্তির চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কার্যক্রমের স্বীকৃতিস্বরূপ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এর পুরস্কার লাভ

২৬ জুন মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস পালিত হয়। এ উপলক্ষে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল এম পি, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিষয়ক সংসদীয় কমিটির সভাপতি টিপু মুন্সি, এম পি।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কার্যক্রম এর স্বীকৃতি স্বরূপ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনকে পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করে। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উপ-পরিচালক ইকবাল মাসুদ মিশনের পক্ষে ক্রেস্ট ও সার্টিফিকেট গ্রহণ করেন। এ সময় উপস্থিত সবাই করতালির মাধ্যমে মিশনের মাদক বিরোধী প্রতিষ্ঠান আমিককে অভিনন্দন জানায়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এর মহাপরিচালক মোঃ আতোয়ার রহমান।

উল্লেখ্য, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন আমিক ১৯৯০ সাল থেকে দেশে মাদকবিরোধী কর্মসূচি এবং ২০০৪ সাল থেকে মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। বর্তমানে গাজিপুর, যশোর এ নিজস্ব জমির উপর নির্মিত ভবনে পুরুষদের জন্য দুইটি এবং মোহাম্মদপুরে নারীদের জন্য একটি মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্র ও পুনর্বাসন সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস উদযাপন

বাকী অংশ ২য় পৃষ্ঠায় দেখুন...

(১ম পৃষ্ঠার পর (মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার ...)

সম্পাদকীয়

সময়ের সাথে ও সভ্যতার ক্রমবিকাশে বিশ্ব প্রতিদিন মানুষ যেমনি নতুন বিষয়ের সাথে নিজেকে যুক্ত করছে তেমনি নতুন সমস্যার সাথে নিজেকে জড়িয়ে ফেলছে। যার মধ্যে একটি সমস্যা হচ্ছে মাদক সমস্যা কৌতুহল বশত মানুষ এটা গ্রহণ করে পরে আর নিজের প্রতি সে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে এক সময় এটার প্রতি তার আসক্তি সৃষ্টি হয়। বর্তমান বিশ্বে এটি এখন অন্যতম ভয়াবহ সমস্যা। একটা সময় এই সমস্যাটি শুধু মাত্র পুরুষদের সীমাবদ্ধ ছিল কিন্তু বর্তমানে নারীদের মাঝেও এটি এখন প্রকট আকারে দেখা দিয়েছে।

এ সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য সমাজের সকল স্তরে সচেতনতা এবং মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসা ও পূনর্বাসনে সহায়তা একমাত্র পন্থা। সেই লক্ষে প্রতি বছর ২৬ জুন সারাবিশ্বে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার এবং অবৈধ পাচার বিরোধী দিবস পালন করা হয়। এ বছর দিবসের প্রতিপাদ্য ছিলো "মাদকাসক্তি প্রতিরোধ ও চিকিৎসাযোগ্য"। এবার এই আন্দোলন আরো বেশি তাৎপর্যপূর্ণ করতে প্রথম বারের মত মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ২৫ জুন সরকারি ও বেসরকারি চিকিৎসা কেন্দ্র থেকে মাদকমুক্ত হওয়া ব্যক্তিদের নিয়ে দিনব্যাপী '১ম জাতীয় রিকভারী সম্মেলন' অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

মাদক বিরোধী এই সামাজিক আন্দোলনে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন-আমিক ১৯৯০ সাল থেকে সারাদেশে সকল স্তরে বিভিন্ন সচেতনতামূলক কার্যক্রম এবং ২০০৪ সাল থেকে পুরুষের জন্য ও ২০১৪ সাল থেকে নারীদের জন্য মাদকাসক্ত চিকিৎসা ও পূনর্বাসন সেবা কার্যক্রম এর মাধ্যমে সামাজিক এই সমস্যা দূরীকরণে ভূমিকা রেখে চলেছে। যার স্বীকৃতি স্বরূপ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক ২০১২, ২০১৪ সালে চিকিৎসা ও পূনর্বাসন সেবা কার্যক্রম এর জন্য এবং ২০১৩ সালে গবেষণা এবং প্রকাশনার জন্য পুরস্কার অর্জন করে।

সাধারণত ধূমপান থেকেই মানুষ মাদকের দিকে ঝুঁকে পড়ে। "তামাকের উপর কর বাড়াও, রোগ-মৃত্যুর হার কমাও" এই প্রতিপাদ্যকে সামনে নিয়ে ৩১ মে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস উদযাপন করা হয়। আমিক তার ধূমপান ও তামাক বিরোধী কার্যক্রমের আওতায় ঢাকার উত্তর এবং দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের সাথে কাজ করছে। এরই ধারাবাহিকতায় প্রথম বারের মতো ১ জুন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন-আমিক এর যৌথ আয়োজনে বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস উদ্‌যাপন করা হয়।

এছাড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা বিষয়ে এ উত্তরা এবং কুমিল্লাতে মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা, যক্ষ্মার চিকিৎসা ও বিষয় সচেতনতামূলক প্রোগ্রাম এবং বর্তমানে আমিক তার এভরি ওয়ান ক্যাম্পেইন প্রকল্পে এর মাধ্যমে বিভিন্ন জেলাতে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক ক্যাম্পেইন করছে।

ত্রৈমাসিক আমিকবার্তা

৫ম বর্ষ ■ ১৫তম সংখ্যা ■ এপ্রিল-জুন ২০১৪

সম্পাদক
কাজী রফিকুল আলম

নির্বাহী সম্পাদক
ইকবাল মাসুদ

পরিমার্জন ও গ্রন্থনা
লুৎফুন নাহার তিথি

কম্পিউটার গ্রাফিক্স
সেকান্দার আলী খান

"মাদকাসক্তি প্রতিরোধ ও চিকিৎসা যোগ্য" এই প্রতিপাদ্যকে সামনে নিয়ে ২৬ জুন আমিক-ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর-এর আয়োজনে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস উদ্‌যাপন করে। উক্ত দিবস উপলক্ষ্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করে, যার মধ্যে ছিলো-জাতীয় প্রেস ক্লাব থেকে মানববন্ধন, র‍্যালি, ওসমানি মিলনায়তনে ষ্টল প্রদর্শন কর্মসূচি, ঢাকা শহরে ভ্রাম্যমান গানের দলের মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধি ইত্যাদি। উক্ত দিবস উপলক্ষ্যে গাজীপুর, যশোর সেন্টার ও মধুমিতা প্রকল্প ইন-হাউজ ক্লাইন্টদের নিয়ে দিবসের প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে আলোচনা সভা আয়োজন করে।

এডিকশন প্রফেশনালদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে ইউনিভার্সাল ট্রিটমেন্ট কারিকুলামের প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশে মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন ব্যবস্থা আরও সুসংঘটিত ও চিকিৎসা পেশায় সংশ্লিষ্টদের দক্ষতা বৃদ্ধি প্রয়োজন যা সার্বিকভাবে সেবার মান বৃদ্ধি করবে। উক্ত প্রয়োজনীয়তাকে সামনে রেখে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের যৌথ আয়োজনে এবং জিআইজেড এর সহযোগিতায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় চিকিৎসা কেন্দ্রের মাল্টিপারপাস হলে ২৬ মে থেকে ৪ জুন পর্যন্ত ১০ দিনব্যাপি "ট্রেনিং অব এডিকশন প্রফেশনালস অন ইউনিভার্সাল ট্রিটমেন্ট কারিকুলাম ইন বাংলাদেশ" বিষয়ক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক মোঃ আমির হোসেন, পরিচালক (চিকিৎসা ও পুনর্বাসন) নাজমুল আহসান মজুমদার, চিফ কনসালটেন্ট, ডাঃ সৈয়দ ইমামুল হোসাইন, আবাসিক সাইক্রিয়াট্রিক ডাঃ আখতারুজ্জামান সেলিম, জার্মান সাহায্য সংস্থা জিআইজেড এর পারফরমেন্স এন্ড কমিউনিকেশন্স ম্যানেজার এনে ডোস এবং ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এর উপ-পরিচালক ইকবাল মাসুদ। ইউনিভার্সাল ট্রিটমেন্ট কারিকুলাম-১ এবং ২ এর উপর অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি ব্যবহার করে মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের প্রতিনিধিদের এই প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বঙ্গবন্ধু শেখমুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনিস্টিটিউট, কাশিমপুর কারাগার-১ সহ ২১টি সরকারি ও বেসরকারি মাদকাসক্তি চিকিৎসা সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের চিকিৎসা পেশায় সম্পৃক্ত প্রতিনিধিগণ এই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন সম্পর্কে জানতে ভিজিট করুন...
www.amic.org.bd

মুক্তিপ্রাপ্ত মাদকাসক্ত কারাবন্দীদের মাদকাসক্তি চিকিৎসা সহায়তা প্রয়োজন

জার্মান সাহায্য সংস্থা জিআইজেড এর সহযোগীতায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের তত্বাবধানে সরকারি সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠান এবং বেসরকারি পর্যায়ে মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্রের প্রতিনিধিদের মধ্যে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। ৯ জুন কেন্দ্রীয় মাদকাসক্ত চিকিৎসা কেন্দ্রের সম্মেলন কক্ষে ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার প্রতিষ্ঠানগুলো, ১২ জুন গাজীপুর সিভিল সার্জন কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে এবং ২৫ জুন ময়মনসিংহ জেলা প্রশাসক এর কার্যালয়ের অনুষ্ঠিত সভায় বিভিন্ন বেসরকারি ও সরকারি চিকিৎসা এবং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। ঢাকায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ আতোয়ার রহমান, গাজীপুরে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাজীপুর সিভিল সার্জন শাহ্ মোঃ শরীফ এবং ময়মনসিংহ জেলায় অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিভিল সার্জন ডাঃ মোঃ আব্দুস সামাদ এবং সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক মুসতাকিম বিল্লাহ ফারুকী।

নারী মাদকাসক্তদের জন্য ইনার হুইলের সহায়তা

২৭ এপ্রিল ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের মোহাম্মদপুরে নারী মাদকাসক্ত চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কার্যক্রমে চিকিৎসারত মেয়েদের জন্য পাঁচশত বই ও ইনডোর গেমসের জন্য আর্থিক অনুদান দিয়েছে ইনার হুইল ধানমন্ডি ক্লাব। এতে উপস্থিত ছিলেন ইনার হুইলের জেলা সভাপতি হোসনে আরা চৌধুরী, সাবেক জাতীয় প্রতিনিধি নাজ আফরিন রহমান, সচিব নায়ার ইসলাম, প্রতিষ্ঠানের সদস্যগণ এবং ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উপ-পরিচালক ইকবাল মাসুদ।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের নারী মাদকাসক্ত চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কার্যক্রমে মেডিকেল চিকিৎসার পাশাপাশি কাউন্সিলিং, মনোসামাজিক শিক্ষাসহ নারীদের জন্য উপযোগী পরিবেশ ও চিকিৎসার ধরন এর মাধ্যমে একটি স্বাভাবিক জীবন ফিরিয়ে দেয়ার কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ ওভারসীজ এমপ্লয়মেন্ট সার্ভিসেস লিমিটেড (বোয়েসেল)-এর সাথে এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধ বিষয়ক এডভোকেসী কর্মশালা

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়: এইচআইভি এবং এইডস প্রতিরোধে ২৫ মে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সভা কক্ষে ১৯টি মন্ত্রণালয়ের ফোকাল পার্সনদের সঙ্গে উচ্চপর্যায়ের এক এডভোকেসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব তারিক-উল-ইসলাম।

সেভ দ্য চিলড্রেন-এর গ্লোবাল ফান্ড-আরসিসি, ফেজ-২ প্রকল্পের সহযোগিতায় মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন যৌথভাবে এই সভার আয়োজন করে। সভায় বক্তব্য রাখেন এনএএসপির লাইন ডিরেক্টর ডাঃ হোসেন সরোয়ার খান, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব, ইউএনএইডস এর কান্ট্রি ডিরেক্টর লিও কেনি, সেভ দ্য চিলড্রেন এর চিফ অব পার্টি ডাঃ সাইমন রাসিন, সেভ দ্য চিলড্রেন এর চাইল্ড প্রটেকশন সিনিয়র ম্যানেজার জিনিয়া আফরোজ এবং সেভ দ্য চিলড্রেন-এর উপ পরিচালক শেখ মাসুদুল আলম। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উপ- পরিচালক ইকবাল মাসুদ অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন।

বাংলাদেশ ওভারসীজ এমপ্লয়মেন্ট সার্ভিসেস লিমিটেড (বোয়েসেল) : ১৯ জুন সেভ দ্য চিলড্রেন-এর গ্লোবাল ফান্ড-আরসিসি, ফেজ-২ প্রকল্পের সহযোগিতায় বাংলাদেশ ওভারসীজ এমপ্লয়মেন্ট সার্ভিসেস লিমিটেড (বোয়েসেল) ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন আয়োজিত এডভোকেসী কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এডভোকেসী কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ওভারসীজ এমপ্লয়মেন্ট সার্ভিসেস লিমিটেড (বোয়েসেল) এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক (যুগ্মসচিব) মোঃ আব্দুল হান্নান। কর্মশালায় মূল বক্তব্য তুলে ধরেন জাতীয় এইডস/এসটিডি প্রোগ্রামের লাইন ডিরেক্টর ডঃ হোসেন সরোয়ার খান এবং আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (আইওএম) এর ন্যাশনাল প্রোগ্রাম অফিসার ডাক্তার সৌমির কুমার হাওলাদার এবং সেভ দ্য চিলড্রেনের উপ-পরিচালক শেখ মাসুদুল আলম। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উপ-পরিচালক ইকবাল মাসুদ অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন।

উক্ত সভার সভাপতি বাংলাদেশ ওভারসীজ এমপ্লয়মেন্ট সার্ভিসেস লিমিটেড

বাকী অংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায় দেখুন...

(৩য় পৃষ্ঠার পর (মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং ...)

(বোয়েসেল) এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক বলেন বাংলাদেশ ওভারসীজ এমপ্লয়মেন্ট সার্ভিসেস লিমিটেড (বোয়েসেল)এর অধীন বিদেশগামী ব্যক্তিদের প্রতিটি প্রশিক্ষণ-এ এইচআইভি ও এইডস-এর বিষয়ে তথ্য দেয়া হবে। তিনি আরো বলেন অভিবাসী বা যারা বিদেশে গমন করছে এবং বিদেশ থেকে দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করছে তাদের জন্যে এইচ আইভি ও এইডস বিষয়ক তথ্য সমৃদ্ধ উপকরণ দিতে হবে এবং সেই লক্ষ্যে, এইচআইভি ও এইডস এর তথ্যের উপর সহজবোধ্য একটি বুকলেট তৈরি করা যেতে পারে। বাংলাদেশ ওভারসীজ এমপ্লয়মেন্ট সার্ভিসেস লিমিটেড (বোয়েসেল)-এর সম্মেলন কক্ষে এইচআইভি ও এইডস বিষয়ক এডভোকেসী কর্মশালায় তিনি এই কথা জানান।

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্রের কর্মকর্তাদের সাথে ধূমপান ও তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক এডভোকেসি সভা

আমিক-ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের 'এডভোকেসি ফর কম্প্রিহেনসিভ ইমপ্লিমেন্টেশন অব টোব্যাকো কন্ট্রোল 'ল' ইন ঢাকা সিটি' প্রকল্প ধূমপান ও তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এরই অংশ হিসেবে তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের আওতায় ১৪ মে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আরবান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সার্ভিস ডেলিভারি প্রকল্প নারী মৈত্রী-১ প্রকল্প অফিসের সেমিনার কক্ষে একটি এডভোকেসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাভুক্ত দু'টি সংগঠন নারী মৈত্রী-১ এবং ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ডিএনসিসি পিএ-৫ প্রকল্প দ্বারা পরিচালিত নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রকল্প ব্যবস্থাপক ডাক্তার, কাউন্সেলর এবং ফিল্ড সুপারভাইজারদের অংশগ্রহণে এই এডভোকেসি সভার আয়োজন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এ কে এম মাসুদ হাসান। বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ইউপিএইচসিএসডিপি পিআইইউ-এর প্রোগ্রাম অফিসার ডাক্তার মাহমুদা আলী এবং ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস-এর প্রোগ্রাম ম্যানেজার ইভা নাজনীন। সভায় সভাপতিত্ব করেন নারী মৈত্রী-১ এর প্রকল্প ব্যবস্থাপক মাসুদা বেগম।

ধূমপান মুক্তকরণ নির্দেশিকা বাস্তবায়ন বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন সভা

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন অঞ্চল-৩ এবং ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের যৌথ উদ্যোগে ২৮ এপ্রিল ধূমপানমুক্তকরণ নির্দেশিকা বাস্তবায়ন বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন সভার আয়োজন করা হয়। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন অঞ্চল-৩ এর সেমিনার কক্ষে আয়োজিত এ সভায় সভাপতিত্ব করেন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন অঞ্চল-৩ এর আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ নুরুজ্জামান শরীফ। এতে স্বাগত বক্তব্য দেন মিশনের প্রকল্প সমন্বয়কারী শেখর ব্যানার্জী। মিশনের প্রোগ্রাম অফিসার শারমিন রহমান ধূমপান মুক্তকরণ নির্দেশিকা বাস্তবায়নে করণীয় বিষয়ের ওপর ভিডিও চিত্র উপস্থাপন করেন। সভায় সব বিভাগের কর্মকর্তা, অঞ্চল-৩ এর আওতায় সকল ওয়ার্ড সচিব এবং স্বাস্থ্য পরিদর্শকগণ উপস্থিত ছিলেন।

একই লক্ষ্যে ১৯ মে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন অঞ্চল-৪ এর সেমিনার কক্ষে ওরিয়েন্টেশন সভার আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন অঞ্চল-৪ এর আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ রফিকুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের সহকারী স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডাক্তার মাহমুদা আলী।

সকল প্রকার ফরম, সনদপত্র, লাইসেন্স ইত্যাদি দলিলে ধূমপানবিরোধী বার্তা প্রদান করা হবে

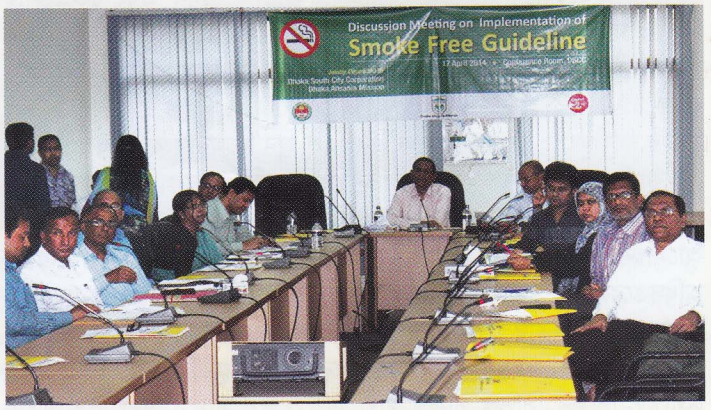

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ আনছার আলী খান বলেছেন, কর্পোরেশনের সকল ফরম, লাইসেন্স, সনদপত্র, কর পরিশোধ রশিদ, কর্পোরেশনের নিজস্ব প্যাড ইত্যাদি দলিলে ধূমপানের ক্ষতি সম্বলিত তথ্য প্রচার করা হবে।

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে সিটি কর্পোরেশনের সম্মেলন কক্ষে ১৭ এপ্রিল ধূমপান মুক্তকরণ নির্দেশিকা বাস্তবায়ন শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। তিনি আরো বলেন, সরকারের তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে সিটি কর্পোরেশন ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন একত্রে কাজ করে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় সিটি কর্পোরেশন তার নিজস্ব ওয়েব সাইটে ধূমপান মুক্তকরণ নির্দেশিকাটি প্রদান করবে। যাতে নাগরিকগণ এ বিষয়ে জানতে পারে। সভায় আরো বক্তব্য রাখেন প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ব্রিগে. জে. মোঃ আব্দুলাহ-আল-হারুন। এছাড়া সভায় কর্পোরেশনের সকল বিভাগীয় ও অঞ্চল প্রধান এবং স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা তাদের মতামত দেন।

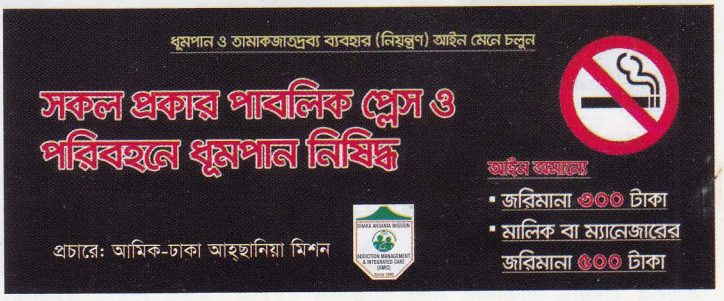

নাগরিক ফোরাম ঢাকা-৬ এর ধূমপান বিরোধী ক্যাম্পেইন

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ২২ মে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন ও জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ধূমপান বিরোধী নাগরিক ফোরাম ঢাকা-৬ এর উদ্যোগে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহযোগিতায় একটি ধূমপান বিরোধী ক্যাম্পেইন পরিচালিত হয়। ক্যাম্পেইনটি ধূমপান বিরোধী নাগরিক ফোরাম ঢাকা-৬ এর আহ্বায়ক ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ড. আবু জাফরের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। একই লক্ষ্যে ২০ জুন কবি নজরুল কলেজ ক্যাম্পাসে এ ক্যাম্পেইন পরিচালিত হয়। ধূমপান বিরোধী এ ক্যাম্পেইনে নাগরিক ফোরাম ঢাকা-৬ এর সদস্য সচিব এম মামুন ও অন্যতম সদস্য সাহাদাত হোসেন দিপুসহ অন্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। ছাত্রদের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ধূমপানের ক্ষতি বিষয়ক তামাক নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বিভিন্ন উপকরণ বিতরণ করা হয়।

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অমান্যের জের হাজী হোসেন প্লাজায় জরিমানা আদায়

ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন ২০১৩, অনুসারে তামাকজাত দ্রব্যের সকল ধরনের প্রচারণা নিষিদ্ধ। এ সম্পর্কিত নির্দেশনাও দেয়া হয়েছে। আইন অমান্যে অর্থদন্ডসহ কারাদন্ডেরও বিধান রয়েছে। ঢাকা মহানগরীকে ধূমপানমুক্ত ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করছে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন। এর অংশ হিসেবে ঢাকা জেলা প্রশাসককে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে মহানগরীর বিভিন্ন স্থানে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত হচ্ছে।

এরই ধারাবাহিকতায় ঢাকা জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শিলু রায় ডেমরা থানা পুলিশের সহায়তায় ১২ জুন স্টাফ কোয়াটার, ডেমরা এলাকায় ভ্রাম্যামান আদালত পরিচালনা করেন। পাবলিক প্লেস হিসেবে হাজী হোসেন প্লাজায় ধূমপানমুক্ত নির্দেশিত সাইনেজ না থাকায় ১ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। পাশাপাশি ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের পক্ষ থেকে মার্কেট কর্তৃপক্ষকে ধূমপানমুক্ত সাইনেজ প্রদান করা হয়। অপরদিকে পাবলিক প্লেস হিসেবে উক্ত প্লাজায় ধূমপান করার অপরাধে ৫ ব্যক্তির কাছ থেকে ১ হাজার ৩৫০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। এছাড়া 'মায়ের দোয়া' ও 'জহির স্টোরে' তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রচারের জন্য ৫শ' করে ১ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এ সময় নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট দোকানীদের ভবিষ্যতে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রচার না করার জন্য সতর্ক করেন।

চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও বরিশাল জেলায় রেস্তোরাঁ ধূমপানমুক্ত ঘোষণা

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ও বাংলাদেশ রেস্তোরাঁ মালিক সমিতি রেস্তোরাঁসমূহ শতভাগ ধূমপানমুক্ত রাখার মাধ্যমে জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের জন্য একসাথে কাজ করছে। এ জন্য রেস্তোরাঁসমূহ ধূমপান মুক্ত রাখতে একটি নির্দেশিকা বাস্তবায়নে বিভিন্ন বিভাগ এবং জেলায় রেস্তোরা মালিক সমিতির সাথে কর্মশালা করে যাচ্ছে।

কক্সবাজার: ১৯ মে কক্সবাজার জেলায় রেস্তোরাঁ মালিক সমিতির সভাপতি আলহাজ আবুল কাসেম সিকদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক মোঃ রুহুল আমিন। অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ রেস্তোরাঁ মালিক সমিতির মহাসচিব রেজাউল করিম সরকার রবিন, সহকারি পুলিশ সুপার ছত্রধর ত্রিপুরা, প্যানেল মেয়র জিসান উদ্দিন জিসান প্রমুখ। অনুষ্ঠানে জেলার ৬৮ জন রেস্তোরাঁ মালিক উপস্থিত ছিলেন।

চট্টগ্রাম : ২১ মে চট্টগ্রাম জেলার রেস্তোরাঁ মালিক সমিতির সভাপতি আলহাজ সালেহ আহম্মেদ সোলায়মানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক মোঃ মেসবাহ্ উদ্দিন। বিশেষ অতিথি হিসেবে পুলিশ সুপার এ কে এম হাফিজ আকতার, সিভিল সার্জন ডাঃ সরফরাজ খান চৌধুরী বাবুল প্রমুখ। জেলা প্রশাসক বলেন, ৩১ মে'র মধ্যে চট্টগ্রাম জেলার সব রেস্তোরাঁ শতভাগ ধূমপান মুক্ত করতে হবে। কর্মশালায় জেলার ৯৮ জন রেস্তোরাঁ মালিক উপস্থিত ছিলেন।

বরিশাল: ২২ জুন এক অনুষ্ঠানে বরিশাল বিভাগ ও জেলার সব রেস্তোরাঁ ধূমপান মুক্ত ঘোষণা করেন জেলা প্রশাসক মোঃ শহিদুল আলম। বরিশাল জেলার রেস্তোরাঁ মালিক সমিতির সভাপতি বিশ্বজিৎ ঘোষ বিষুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক মোঃ শহিদুল আলম। অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সিভিল সার্জন ডাঃ মিজানুর রহমান, বিএসটিআই-এর সহকারি পরিচালক, আমিনুল হক, প্রমুখ। কর্মশালায় জেলার ১০০ জন রেস্তোরাঁ মালিক উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্রের কর্মকর্তাদের সাথে ধূমপান ও তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক এডভোকেসি সভা

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন-এর যৌথ উদ্যোগে ২৭ মে এবং ৯ জুন ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের সেমিনার কক্ষে নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্রের কর্মকর্তাদের সঙ্গে ধূমপান ও তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক এডভোকেসি সভার আয়োজন করা হয়। সভা দুটিতে সভাপতিত্ব করেন কর্পোরেশনের প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ব্রি:জে: মোঃ আবদুলাহ-আল হারুন এবং অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডাঃ মীর মোস্তাফিজুর রহমান, ডাঃ এস এস কবির, ডাঃ সানজিদা ইসলাম, ইউপিএইচসিএসডিপি'র প্রোগ্রাম অফিসার। সভায় নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্রের বিভিন্ন মেডিকেল অফিসার প্রকল্প ব্যবস্থাপক, কাউন্সিলর, ফিল্ড সুপারভাইজার ও কর্মকর্তাসহ ৬৫ জন উপস্থিত ছিলেন। সভা দু'টির মূল লক্ষ্য ছিল ধূমপান ও তামাক নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি শিশু ও গর্ভবতী মায়েদের ওপর ধূমপান ও তামাকের ক্ষতিকর দিকগুলো সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

‘তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর করণীয়’ শীর্ষক আলোচনা সভা

২৯ এপ্রিল জাতীয় সংসদ ‘ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন, ২০১৩’ পাশ করেছে। সংশোধিত আইন অনুসারে এখন দেশের অফিসসমূহ ধূমপানমুক্ত স্থানের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এ আইনকে স্বাগত জানিয়ে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো তাদের অফিস ভবন ধূমপানমুক্ত এবং তামাকমুক্ত রাখার উদ্যোগ নিয়েছে। ১০ এপ্রিল এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর সেমিনার কক্ষে ‘তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর করণীয়’ শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রেজিস্ট্রেশন শাখার পরিচালক রওনক মাহমুদ। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ও এনজিও বিষয়ক ব্যুরো সভাটি যৌথভাবে আয়োজন করে। সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর ডিরেক্টর জেনারেল নুরুন নবী তালুকদার। সভায় ধূমপান ও তামাক নিয়ন্ত্রণের ওপর মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন মিশনের তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের প্রোগ্রাম অফিসার জাহিদ ইকবাল। এ সময় এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর প্রায় ৪০ জন কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

সপ্তাহব্যাপী ধূমপামুক্ত সাইনেজ ক্যাম্পেইন

বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস- ২০১৪ উপলক্ষে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকায় সপ্তাহব্যাপী ধূমপানমুক্ত সাইনেজ ক্যাম্পেইন পরিচালনা করে। উক্ত ক্যাম্পেইন এর মূল লক্ষ্য ছিল সরকারের তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অনুযায়ী পাবলিক প্লেসে ধূমপানমুক্ত সাইনেজ প্রদর্শন করার মধ্য দিয়ে পাবলিক প্লেসসমূহকে শতভাগ ধূমপানমুক্ত রাখা এবং পরোক্ষ ধূমপানের ক্ষতি হ্রাস করা। ক্যাম্পেইনটি ঢাকার উত্তরা এলাকায় শুরু হয় ৩ জুন। পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে পুরানো ঢাকার জজ কোর্ট, সদরঘাট, চকবাজার এলাকা, মগবাজার, মালিবাগ, খিলগাঁও, তেজগাঁও, ফার্মগেট ও মোহাম্মদপুর এলাকায় ৮ জুন পর্যন্ত ক্যাম্পেইন পরিচালিত হয়। ক্যাম্পেইনে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশ নেন। ক্যাম্পেইনের মধ্য দিয়ে প্রায় ৪০০ পাবলিক প্লেসে ১ হাজার ২০০ ধূমপানমুক্ত সাইনেজ বিতরণ করা হয়।

বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস উদ্‌যাপন

‘তামাকের ওপর কর বাড়াও, রোগ-মৃত্যুর হার কমাও’ এই প্রতিপাদ্যে ৩১ মে বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস উপলক্ষে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন কর্মসূচিতে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন অংশগ্রহণ করে। এ দিবসকে কেন্দ্র করে মিশন তামাক ব্যবহারের বিভিন্ন ক্ষতিকর দিক ও তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করতে ট্রাকের অস্থায়ী মঞ্চে ভ্রাম্যমাণ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। বাউল ইন্দ্রজিৎ ও তার দল তামাকের ক্ষতিকর দিক ও তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সম্পর্কে গানে গানে জনগণের মাঝে তুলে ধরেন। রাজধানীর প্রেস ক্লাব থেকে শুরু হয়ে

টিএসসি, কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার, দোয়েল চত্বর এবং শাহাবাগের বিভিন্ন জনবহুল এলাকায় ভ্রাম্যমাণ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটি পরিচালিত হয়। এসময় জনগণের মাঝে ধূমপানের ক্ষতিকর দিক সম্বলিত ব্রুশিয়র বিতরণ করা হয়।

এছাড়া গত ১ জুন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে আয়োজিত এই সভাটি অনুষ্ঠিত হয় গুলশান ইয়ুথ ক্লাবের সেমিনার কক্ষে। ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মাসুদ আহসানের সভাপতিত্বে সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিড্‌স-এর ডাইরেক্টর বাংলাদেশ প্রোগ্রাম তাইফুর রহমান, গুলশান ইয়ুথ ক্লাবের প্রেসিডেন্ট রাফেজ আলম চৌধুরী এবং ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডাঃ মোঃ ইমদাদুল হক। অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের সমন্বয়কারী আমিন উল আহসান। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সমন্বয়কারী শেখর ব্যানার্জি। আলোচনা সভার আগে বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস উপলক্ষে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বিএম এনামুল হকের নেতৃত্বে একটি র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়।

তামাকের ওপর কর বৃদ্ধির দাবিতে মানববন্ধন

বাজেটে তামাকের ওপর কর বৃদ্ধির দাবি জানাল ইসি বাংলাদেশ ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন। বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস উপলক্ষে ৪ জুন ২০১৪ জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে অনুষ্ঠিত এক মানববন্ধনে এ দাবি জানানো হয়। মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উপ-পরিচালক ইকবাল মাসুদ, ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস্ (সিটিএফকে)-এর প্রোগ্রাম ম্যানেজার ইভা নাজনীন এবং ইসি-বাংলাদেশের তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী ইমদাদুল হক ভূঁইয়াসহ বিভিন্ন সংগঠনের সদস্যবৃন্দ।

মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুণর্বাসন সম্পর্কে জানতে ফোন করুন:
গাজীপুর: ০১৭৭২৯১৬১০২, যশোর: ০১৭৮১৩৫৫৭৫৫৫,
ঢাকা: ০১৭৪৮৪৭৫৫২৩, ৫৮১৫১১১৪

ধূমপানমুক্তকরণ নির্দেশিকা বাস্তবায়নে স্বাস্থ্য পরিদর্শকদের এবং ট্রেড ইউনিয়ন লিডারদের ভূমিকা শীর্ষক কর্মশালা

ধূমপানমুক্তকরণ নির্দেশিকা বাস্তবায়নে স্বাস্থ্য পরিদর্শকদের ভূমিকা শীর্ষক কর্মশালা ২০ এপ্রিল ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা উত্তর সিটিকর্পোরেশন প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ব্রি: জে: এ কে এম মাসুদ আহসানের সভাপতিত্বে উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের সকল স্বাস্থ্য পরিদর্শকদের নিয়ে উক্ত কর্মশালাটি অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতির বক্তব্য প্রদানকালে প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ব্রি: জে: এ কে এম মাসুদ আহসান বলেন উত্তর সিটি কর্পোরেশন নির্দেশিকা বাস্তবায়ন করবে এবং স্বাস্থ্য পরিদর্শক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনকালে ধূমপানমুক্ত সাইনেজ রয়েছে কিনা এ বিষয়ে ভূমিকা পালন করবে।

একই লক্ষ্যে ২৫ মে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের সেমিনার কক্ষে ধূমপানমুক্তকরণ নির্দেশিকা বাস্তবায়নে ট্রেড ইউনিয়ন লিডারদের ভূমিকা শীর্ষক ওরিয়েনটেশন সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ব্রি:জে: এ কে এম মাসুদ আহসানের সভাপতিত্বে উত্তর সিটি কর্পোরেশনের সকল ট্রেড ইউনিয়ন লিডারদের নিয়ে উক্ত ওরিয়েনটেশন সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। ওরিয়েনটেশন সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন উত্তর সিটি কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, ডাঃ মোঃ ইমদাদুল হক, ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস্ (সিটিএফকে)-এর প্রোগ্রাম ম্যানেজার ইভা নাজনীন।

নবাব হাবিবুল্লাহ মডেল স্কুল এন্ড কলেজ ধূমপান ও মাদক বিরোধী সচতেনতামূলক অনুষ্ঠান

আমিক-ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ঢাকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের নিয়ে তামাক ও মাদক বিরোধী সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২১ মে নবাব হাবিবুলাহ মডেল স্কুল এন্ড কলেজের একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য ধূমপান ও মাদক বিষয়ক সচেতনতা ও জীবন-দক্ষতামূলক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ মোঃ সাহিনুর মিয়া, সমাজ কল্যাণ শিক্ষক সাইদুল ইসলামের উপস্থিতিতে ১০০ জন শিক্ষার্থী অংশ নেয়। এতে আমিক-ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রকল্প ব্যবস্থাপক মাহফিদা দীনা রুবাইয়া প্রথমে ভিডিও চিত্রে তামাক ও মাদক ব্যবহারের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে উপস্থাপন করেন। এরপর প্রশ্নোত্তরে মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। কর্মশালায় আরো উপস্থিত ছিলেন মিশনের ইউপিএইচসিএসডিপি-ডিএনসিসি, পিএ-০৫-এর ক্লিনিক ম্যানেজার ডাঃ নায়লা পারভিন।

তিন হাসপাতাল তামাকমুক্ত রাখতে হাইকোর্টের রুল

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, ইসি-বাংলাদেশ, প্রজ্ঞা, উবিনিগ এই চারটি সংগঠনের রিট আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বিচারপতি সালমা মাসুদ চৌধুরী ও বিচারপতি জাফর আহমেদের সমন্বয়ে গঠিত দ্বৈত বেঞ্চ ১৬ জুন তিনটি বৃহৎ হাসপাতালকে কেন ধূমপানমুক্ত রাখার নির্দেশ দেয়া হবে না তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেন। একই সঙ্গে হাসপাতাল তিনটিকে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ২০০৬-এর বিধি ৪ ও ৬ অনুসারে ধূমপানমুক্ত রাখার জন্য গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে হাইকোর্টকে ৪ সপ্তাহের মধ্যে প্রতিবেদন জমা দিতে হাসপাতাল ও সকল বিবাদিকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতাল, শহীদ সোহ্রাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও সরকারি কর্মচারী হাসপাতালের কর্তৃপক্ষসমূহের প্রতি এই রুল জারি করা হয়। এছাড়া স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকেও রুলের জবাব দিতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

এর আগে রিট আবেদনকারী সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকে হাসাপাতালগুলোতে জরিপ পরিচালনা করা হয় এবং সে জরিপের ফলাফল প্রকাশের জন্য ১৬ এপ্রিল আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে আইন লঙ্ঘন প্রতিরোধকল্পে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসমূহের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল।

চট্টগ্রামে এভরি ওয়ান ক্যাম্পেইন প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু

আমিক-ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে ২৮ জুন চট্টগ্রাম সিভিল সার্জন কার্যালয়ের কনফারেন্স রুমে এভরি ওয়ান ক্যাম্পেইন প্রকল্পের কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়। উক্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন পরিচালক স্বাস্থ্য অধিদপ্তর চট্টগ্রামের সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) ডাঃ সালাউদ্দিন মাহমুদ। উদ্বোধনী সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার হোসনে আরা বেগম, চট্টগ্রাম ডেপুটি সিভিল সার্জন ডাঃ মোঃ রফিক উদ্দিন এবং আরো উপস্থিত ছিলেন সিভিল সার্জন অফিসের স্বাস্থ্য শিক্ষা অফিসার সুলতান আহম্মদ। সভায় সভাপতিত্ব করেন চট্টগ্রামের সিভিল সার্জন ডাঃ সরফরাজ খান চৌধুরী।

অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন মিশনের রিজিওনাল ট্রেনিং সেন্টারের ম্যানেজার মোঃ মতিউর রহমান। সভা পরিচালনা করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন-আমিক এভরি ওয়ান ক্যাম্পেইন প্রকল্পের সমন্বয়কারী মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন। এতে আরো উপস্থিত ছিলেন সাতকানিয়া উপজেলার স্বাস্থ্য ও পরিবার পারিকল্পনা অফিসার, মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, স্বাস্থ্য পরিদর্শক এবং ১০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকসহ বিভিন্ন এনজিও প্রতিনিধি, সাংবাদিক, রেস্তোরাঁ মালিক সমিতি, ব্যবসায়ী, ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস উদ্‌যাপন

২৮ মে থেকে ৪ জুন পর্যন্ত নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস পালিত হয়েছে। এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল 'আসুন, নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করি'। এ উপলক্ষ্য ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন পরিচালিত আরবান প্রাইমারি হেল্‌থ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারি প্রজেক্ট ডিএনসিসি, পিএ-০৫-এর আওতায় ৬টি প্রাইমারি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে এবং একটি মাতৃসদন কেন্দ্রে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হয়। এর মধ্যে ছিলো ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প এবং সচেতনতামূলক সভা। নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র- ০৫ এলাকা-পূর্বপাড়া জামে মসজিদ, কুড়িলে ২৮ মে সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত ৫০ জন গর্ভবতী মায়ের বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদান করা হয় এবং তাদের নিরাপদ প্রসব বিষয়ক তথ্য সম্বলিত লিফলেট প্রদান করা হয়। ২৮ মে নগর মাতৃসদন কেন্দ্রে আগত গর্ভবতী মায়েদের নিয়ে নিরাপদ মাতৃত্ব ও নিরাপদ ডেলিভারি সম্পর্কিত আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভায় ৪০ জন গর্ভবতী মা উপস্থিত ছিলেন।

একই ভাবে ঢাকা আহ্ছনিয়া মিশন (আমিক) আরবান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারি প্রকল্প কুমিল্লায় ২৮ মে জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের আয়োজনে এবং এনজিওদের সহযোগিতায় বিশ্ব মাতৃত্ব দিবস পালিত হয়। সকাল সাড়ে ৮ টা কুমিল্লা জেনারেল হাসপাতাল ক্যাম্পাস থেকে র‍্যালি এবং পরে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুমিল্লা জেলা প্রশাসক মোঃ তোফাজ্জল হোসেন মিয়া। এতে প্রধান বক্তা ছিলেন বিএম-এর সাধারণ সম্পাদক ডেপুটি সিভিল সার্জন আলহাজ ডাঃ মোঃ আজিজুর রহমান সিদ্দিকী, বিশেষ অতিথি ছিলেন সদর উপজেলা চেয়ারম্যান অধ্যক্ষ আবদুর রউফ। সভায় সভাপতিত্ব করেন সিভিল সার্জন ডাঃ মজিব রহমান।

আমিক ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম-এর বিভিন্ন কর্মসূচি

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের আওতায় ২৬ মে আরবান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সেন্টার-৪ এর কর্ম-এলাকার ব্যুরো ফ্যাশন গার্মেন্টসের ৫০ জন কর্মীকে নিয়ে, ৮ জুন আরবান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সেন্টার-৫ এর কর্ম-এলাকার স্কুলের ২৫ জন শিক্ষককে নিয়ে, ৩ জুন আরবান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সেন্টার-২ এর কর্ম-এলাকার ২৫ জন নন-গ্রাইজুয়েট ফার্মাসিস্টদের অংশগ্রহণে এবং ১৬ জুন প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সেন্টার-২ এর কর্ম-এলাকার বি ডব্লিউ এইচ সি, ডিআইসিতে এইচআইভি ও এইডস নিয়ে কাজ করছে এমন ২৫ জন এনজিও কর্মীকে নিয়ে যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ বিষয়ের ওপর ওরিয়েন্টেশন সভার আয়োজন করা হয়। ওরিয়েন্টেশন সভা গুলোতে ব্র্যাকের সেক্টর স্পেশালিস্ট মোঃ আক্তার হোসেন, আরবান প্রইমারী হেলথ কেয়ার এর কর্ম এলাকার ডাক্তার এছাড়াও অন্যান্য কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। সভাগুলি পরিচালনা করে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ইউপিএইচসিএসডিপি, জিএফএটিএম, টিবি কন্ট্রোল প্রোগ্রামের-মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশন অফিসার আমেনা খাতুন।

একই উদ্দেশ্যে আরবান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সেন্টার-৪ এর কর্ম-এলাকার সিবিএ স্টাফ কলোনীর মাঠে ১০ এপ্রিল যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের আওতায় যক্ষ্মা বিষয়ক সচেতনতামূলক জারী গানের এবং ২২ মে আরবান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস সেন্টার-৫ এর কর্ম-এলাকার কুড়িল পূর্ব পাড়া মৃধা বাড়ির মাঠে যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের আওতায় একটি ফ্লিম শো প্রদর্শনের আয়োজন করা হয়।

ফ্লিম শো প্রদর্শনে উক্ত এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি, বস্তিবাসী, রিকশা-ভ্যানচালক ও চা দোকানদারগণ অংশগ্রহণ করেন। এ সময় নিকটস্থ রংধনু চিহ্নিত নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যক্ষ্মার লক্ষণ যুক্ত রোগী ও প্রাইমারি সেবা নিতে সবাইকে আহ্বান জানানো হয়। পরে যক্ষ্মা নিরাময় বিষয়ক 'আনন্দ বার্তা' নাটক প্রদর্শিত হয়।

আমেরিকায় গ্লোবাল টোব্যাকো কন্ট্রোল লিডারশীপ প্রোগ্রামে মিশন প্রতিনিধির অংশগ্রহণ

জন হপকিনস ব্লুমবার্গ স্কুল অফ পাবলিক হেলথ আয়োজিত ৯ম গ্লোবাল টোব্যাকো কন্ট্রোল লিডারশীপ প্রোগ্রাম ৯ থেকে ২১ জুন পর্যন্ত ১৫ দিনব্যাপী এই কর্মসূচি চলে আমেরিকার বাল্টিমোরে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রোগ্রামে সারা বিশ্বের ২৫টি দেশের ১০৫ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। বিভিন্ন দেশের সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে সম্পৃক্ত জনপ্রতিনিধিগণ নিজ নিজ দেশের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমকে তুলে ধরেন। বাংলাদেশ থেকে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ের ২০ জন এই প্রোগ্রামে অংশ নিয়ে দেশের বর্তমান তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের অগ্রগতি তুলে ধরেন। বাংলাদেশ প্রতিনিধি হিসেবে আমিক-ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের প্রোগ্রাম অফিসার শারমিন রহমান এই লিডারশীপ প্রোগ্রামে অংশ নেন। তিনি এবং ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ আল আমিন বাংলাদেশের পক্ষে মূল উপস্থাপনা প্রদান করেন।

আমিকের নতুন প্রকাশনা

আমিকের ২টি নতুন উপকরণ প্রকাশিত হয়েছে। "তামাক ও ধূমপান ছাড়ুন সুস্থ থাকুন" শিরোনামে ১টি ব্রুশিয়র এবং "তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন মেনে চলুন, অন্যকেও মানতে উৎসাহিত করুন" শিরোনামে ১টি পোস্টার প্রকাশিত হয়েছে। এই প্রকাশনার সহযোগিতায় ছিল ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস।

DHAKA AHSANIA MISSION
ADDICTION MANAGEMENT & INTEGRATED CARE (AMIC) Since 1990

আমিক, বাড়ি- ১০/২, ইকবাল রোড, ব্লক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
কাজী রফিকুল আলম কর্তৃক প্রকাশিত এবং পূরবী অফসেট প্রেস, ৭২৬/২৮, আদাবর, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন: ৫৮১৫১১১৪, মোবাইল: ০১৭৪৮৪৭৫৫২৩, ই-মেইল: info@amic.org.bd, amic.dam@gmail.com, Web: www.amic.org.bd